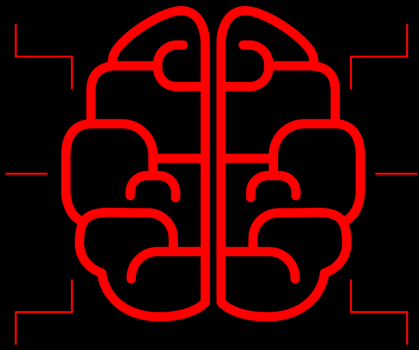
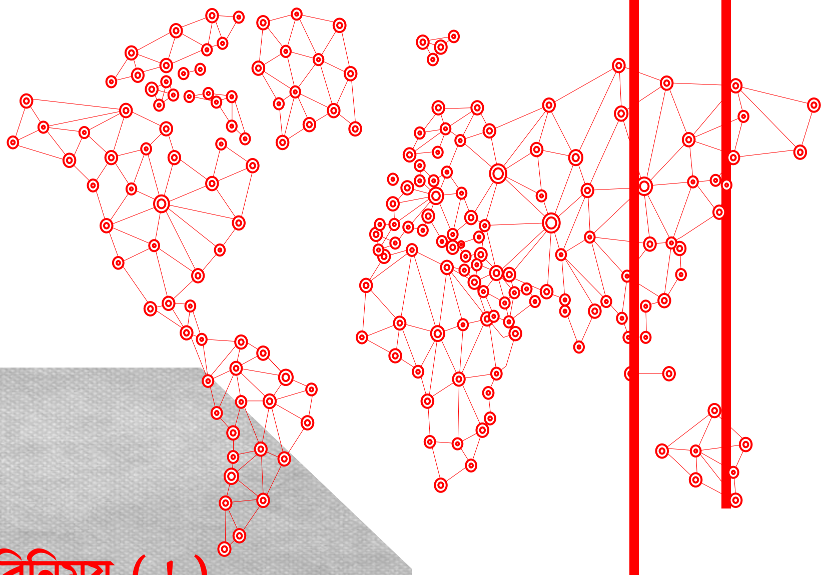


গিগা-বুলেটিন

দ্বিতীয় সংখ্যা





প্রচ্ছদশিল্পী:— কুনাল সরকার

মূল্য:— আপনার কবিতা পড়ার বিনিময় (!)

'গিগা' একটি অনির্দিষ্ট আপাতকালীন বিস্ফোরণ—

মুখ‘বন্ধ’

সময় পেরিয়ে পেরিয়ে যে বিচ্ছিন্ন স্রোতের মুখে আমরা সম্ভাবণার পাথর দেখে এগিয়ে গেছি, প্রতিফলিত সূর্যের লাশ তার ওপর এঁকে দিচ্ছে স্মৃতির সুলভ মুখচ্ছবি। অন্ধকারের নীল শিশিরকণা ছুঁয়ে পর্বতমালার অক্ষরে শ্বাপদের গৃহে তারপর ঝলসে উঠছে মাংস– শহরের আলোর নীচেই মৃতদের সম্মিলিত ধ্বনি গলির শিরায় গ্রাফিতির রাইফেল রেখে গেছে কোনো সুবর্ণ বালকের চুম্বনের প্রত্যাশায়, নির্বাসিত মথের কথোপকথন ঘিরে আবার খুলে ফেলা হচ্ছে কফিনের দরজা যেখানে এখনো শায়িত গোলাপের দেহ কিংবা ব্রীজের মাথায় ট্রাপিজের খেলা দেখাতে গিয়ে শহীদ হয়ে যাওয়া মানসিক রোগীর হাতের আঙুল ছুঁয়ে থাকা অ্যাসফল্টে বিষন্ন মেঘের মুখ ফিরে যাচ্ছে বহতার দিকে। আমরা পুনরায় ধ্বংসের লালায় ডুবে গিয়ে তুলে আনতে চাইছি নিঃসঙ্গ প্রৌঢ়ের প্রেমের সংলাপ, দু-একটা পাখির বেঁচে থাকার বাতুলতা.........

কবিতা

কুনাল সরকার

চিলের বাসনা

আমার শব্দে একটি ঘা খাওয়া চিলের বাসনা আছে। উড়ে যাবার আগে আকাশের লালা হ'তে অমৃত পেলে বাসনাটি পরিপাটি জীবনের ভুলকে ডুম মেরে উঠে যেত খুব প্রাচীন প্রেমের মতো উজ্জ্বল দেহের সাগরে।

আজ, শুধু ফেনা ওঠে। বেনা ও হাতুড়ির ঠোক্করের গন্ধ বাতাসময়!

অনন্ত

আমার ব্ল্যাকহোল চোখে ধুতরো ঢুকেছে। কাতরতা ঝেঁকে ধরল, এইক্ষণে নিভে যাওয়া সর্বেক্ষেত চোখে পড়ে। মনে পড়ে ঝড়ের মতো ঠোঁট আর স্রোতের মতো স্তন। নিকষ অন্ধকার ঐ বৃন্তে।আজ সেই আঁধারে নিওন আলো জ্বেলে তুমি ডুবে যাও শিশ্নগর্তের ভিতর যে ব্ল্যাক আর যে হোল গ্রাস করছে তোমার শ্বাস

ভিতরে কে এডিট করে পাঠাচ্ছে কালারিং জীবন আর অনন্ত অন্ধকার কিন্তু আবার জেগে ওঠে ভোরপাখি উড়ে যায় এডওয়ার্ডের "ব্ল্যাক আই" পেরিয়ে তোমার অচেনাদিকে যেখানে শ্বাসহীন জীবন আছে। বায়ুহীন। তবুও গাছের আয়ু খ'সে গেল এই ধ্বংস বোঝাতে। তুমি কি বুঝলে? কে এডিট ক'রে পাঠালো তোমায়।

নিস্তার

বিস্তার হচ্ছে, তোমার ছাল...

চাল থেকে নিঙড়ে নেওয়া জীবের গন্ধ উপড়ে এখানে রেখেছিলেন যারা তাদের
ঘরে রৌদ্র নেই...

পাতার নীচে জোৎস্নার আঁধারে যে যুবক হেঁটে যায়

তাকে তুমিও তো চিনতে। আজ তার দুদিকে ঢেউ বয়ে যায় আর আকাশে জলের
ঝাড়বাতি ঈশ্বরের হাতে ধূসর মদ। মাতাল দেবীরা অচলদিকে খুব ঘুরে এখন
ভুতুড়ে হ'য়ে আছে

তুমি এসব ছিঁড়ে টপকে হারিয়ে গেছ অথবা কোত্থাও যেতে পারোনি সমস্ত রাস্তা
পানি পানি;

কাদায় তোমার পায়ের ছাপ পড়ে না।

হতাশ আত্মীয়রা ডুবে গেছে নিকেলে। চুম্বকের ওপর ঋণী মরচে প'ড়ে আছে।
স্তূপের ভিতর কার বীর্য আজ লুকিয়ে আছে ভবিষ্যতের ক্যাঙারু আর তীর্থযাত্রী
বক। মাছের বাসায় ঘুমিয়ে গেছে তোমার উনিশ শতকের হাসি।

মহম্মদ শাহনাওয়াজ

এসো আরেকটা কামড় দিই তোমার স্তনে। জন্মদাগ বলে সতীত্ব রক্ষা করে নিও–

শিখণ্ডী আদরের আবদার নিয়ে জল্লাদ বনেছো; তোমার পাপবোধ থাকতে নেই। নাভি ছুঁয়ে যে সফরনামা লেখা হচ্ছে তার শেষ অধ্যায় কেউ পড়বেনা...

আমাকে জুয়াড়ি মনে হয়? মিথ্যেবাদী!

বেশ্যা-চোর-লম্পট-শয়তান কিংবা কোনো বৌদ্ধিক বীর?

বিকৃতকাম পুরুষের স্বপ্নদোষ ভাবতে পারো।

কোমরের কালো সুতোয় বেঁধে দেবো সব গল্প-রাজনীতি-সমাজবোধ-মানবাধিকার; বিশ্বাসঘাতের জীবনবয়ান। তোমার নূপুরের তালে বেজে উঠুক ভৈরবী; ইমন-বেহাগের সুর।

জতুগৃহে আগুনের অপেক্ষা করছি, তোমার আগমনও অনভিপ্রেত নয়...

বারবেলায় ঢোক গিলে অসাবধানে ছুঁয়ে ফেলি সাগ্নিকের চিতা। সেই অনন্তের আগুনে আহুতি দিই পাপবোধ। মায়াগাছে বেড়ে ওঠা হাসনুহানারা সব জারজ সন্তান; একেকটা ফরজ গোসলের প্রায়শ্চিত্ত।

জ ন মে র গর্ভে অন্ধকার; অন্ধকারের গালিচায় হেঁটে আসে শীতের শবনম।

এই গোলক আমার না, এই খলক আমার না। রেশমচোর আমি বাস্তুসাপের নোলক। শিরোনামহীন রক্তবর্ণে অবৈধ মিছিল।

আমার জন্ম হয়নি। আমি প্রসূতিবিছানার বোবা আর শোকবিধুরা আয়ার কর্মদোষে রিটার্ন পলিসিহীন আত্মার অন্তর্ঘাত—

উৎপত্তি স্থিতি লয়ের ধূম্রজালে আমি কলির চণ্ডাল;

অনুষ্টুপের আরহান্তি

আস্তাগফারের আরূঢ়।

সঙ্গমের আশে মহাকাল খুঁজি;

সত্যশৌচের দরবারি।

পক্ষপাতী শৌনকের বিভ্রম কাঁধে নিয়ে ছিঁড়ে দিচ্ছি নিষ্পেষণের বিকার।

"উলায়িকা আলা হুদামমির রব্বিহিম"(أُو۟لَٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ)

("ঈশ্বর পথপ্রদর্শক।")

হিরণ্যগর্ভ স্বপ্ন সুষুপ্তি; আদমের আপেল।

আমি কলির চণ্ডাল...

পিতৃতর্পন... মোক্ষ...

সৌরভ বর্ধন

ইত্যবসরে আমি

১.

হলুদ মসের যন্ত্র নিচ্ছি রোজ ------
সাবধান বুকের ছিদ্রে কড়ি ও কার্ডিয়াক দানা বেঁধেছে।
পেটের ভেতর পাখিদের অজস্র রাজাকার
পাখিদের শেষ হয়ে যাওয়া ভাষা
যার শব শেষ হয়ে যায় বাসরে, তাঁর সব :

কৃতার্থ সেনার প্রতি সে নীহারিকা ছুঁড়ে মারা দলদাস
সে সদ্ চিদ্ এক ব্রহ্ম তাঁবেদার
মাংসের উত্তাল থামাতে না পেরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ফাৎনায়

হয়তো তুমি তাকে রোমাঞ্চ বলবে
অথচ, স্ক্রল করে যেতে পারবে না অসহ্য সেঁক
নরম বুকের কথা চিন্তা করতে করতে
বীর্যের স্খলন বইবে প্যান্টমগ্ন শীতে -------

অতঃপর হে স্থিরমহ, প্রণতির আলো জ্বালো নম্রকাননে
দ্যাখো, বাহুমূলে কোন স্ত্রীলোক আঁধার মানিয়া
তোমায় খুঁড়ে খুঁজে চর্যা হয়ে গেছে
কার্যত বর্ষণ শেষ হয়ে গেছে তার

সারাঘর উলঙ্গ হয়ে সে গাছেদের দরবেশ মুখস্থ করছে।

২.

রাত অতিক্রান্ত, শুধু মলমের জেগে ওঠা বাকি।

মীনরাশি মাখা প্যামফ্লেটস্ আর স্বচ্ছতোয়া
গদির নীচে খেলা করছে আমার পুঞ্জাক্ষিবিহীন শিশ্ন,
পরিত্যক্ত জ্ঞানের মদনভস্ম!
ফলে স্বাভাবিক এমন আবক্ষ হ্যাশট্যাগ হয়ে যাওয়া -----

একটি অ্যাসট্রে ভর্তি ডিম্বাণু
ঘরের দোয়েল ভেদ করে চলে যাচ্ছে
লবনাক্ত কুকুরের কাছে -------
অতি প্রহারে উঠে আমি জানতে পারছি সে কথা।
ক্রমান্বয় ঠাণ্ডার পর্বমধ্যে গড়ছি নিজের স্থির মধ্যবিত্ত;
ইত্য-হলোজোয়িক উত্তেজনা কবুল হওয়ার চিন্তায়
অকথ্য হয়ে যাচ্ছি ধবধবে শক্তের ভেতর -----
আমার সামনে বর্জ্যপাতের সেই মহাসন
কালো হয়ে যাচ্ছে হারিয়ে
শস্যের অর্বুদে চুপচাপ বসে আছে তার সারাৎসার -----

তিনি পতিতাপাবন
তিনি অশ্ম খুর ও ধ্বনি একত্রে মিশিয়ে
বাংলা বর্ণমালার জওজ হয়ে বসে আছেন
নিজস্ব অন্তর্গর্তে।

সোনালী চক্রবর্তী

হে ত্রিপুরাসুন্দরি

এই জীর্ণ থামের গা হতে যে-আলেয়াটুকু পিছলে পড়ছে তার তলদেশে অনন্তের ঝুলটুকু মাত্র সত্য, এই কথা কেন মনে হয়? কুয়াশাকে পালাতে-পালাতে হারিয়ে-ফেলা চাঁদের মোজা ভেবে কতবার কুড়িয়ে নিয়েছি আমি সে-খবর ঘাসের কড়ি-বরগা রাখেনি। আমার দীঘিটি পলাশপ্রিয়া হওয়ায় রোহিতগুলি চূর্ণ অমাবস্যার দগ্ধ সন্তরণকালে যে-ঘুমের আবদার রেখে থাকে অসীম কৃষ্ণ পরম্পরার ক্রোড়ে, বোঝেনি। ভাবতে-ভাবতে বেলা পেরোয়। দেখি, আকাশ অদ্ভুত চাপরাশ নিয়ে রেখেছে সিঁদুরের নৌকা কিছুর, হেন গোধূলি নেই মাঝ-দরিয়ায় ভেঙে যায় না। স্মরণে খেলে তুমিও তো একান্তে নারী বই কিছু নও, ত্রিনয়ন রোষে অরণ্য জ্বলুক অথবা সম্বৎসর দিন পাঁচেক ত্রিশূলের যাত্রাপালা, তোমারও কবিতায় জলের অধিক কিছু থাকার নেই। হারামি আমি তোমাকে বলতে পারিনি সততার উপর যার পক্ষপাত ছিল না, তার অধিক অসৎ আমার গণিতে মেলেনি; ফলে এই জাহান্নাম জনম কোনো ভগ্ন দেউলেই শ্রীক্ষেত্র খুঁজে পেল না।

তমোঘ্ন মুখোপাধ্যায়

মাতৃবন্দনা

বনবিবি মা রে আমার, ল্যাঙোটমাখা কাঁকাল তুবড়ে শার্দূল হাউমাউ
করতে করতে গাছে গতরে হাওয়া হয়ে গেল। জন্তু এমন অচেতন
কেন, মগজ ঝিকিয়ে যায়! কাঁকাল ভেঙে এবার হেতাল জেগে যাবে;
আমরা নাগ নিয়ে ছেলেখেলা করতে চাই নে। শোন, টিপটিপ করছে
উপকূলের ভাই-বেরাদর, ওরা বাঘ-স্তম্ভনের দন্ত্য স-ও জানে না।
অথচ মরতে এসেছে দাঁত তুলে, যেন মাদী হাতির রতি আর্তনাদ,
যেন বেশ্যাঘরে কপাট মোচড়ানোর আওয়াজ, ঝনঝনে চুড়ি বাজবে
বাজবে বাজবে... বনবিবি মা রে, ল্যাঙোট শূন্যে চিল হয়ে গেল।
অত উঁচু থেকে বাঘের টিকিও দেখতে পাবে না। আমরা বালবাচ্চা
নিয়ে কোথা যাই, ক! আজ যদি ঘাড় ফেড়ে দিয়ে মুড়ো মুখে
জঙ্গলে পালায়, আজ যদি গোয়ালে বাছুর মেরে আধখাওয়া করে
রেখে দিয়ে যায়, আমরা তদন্তে হলুদ মাংসের অধিক কী পাব, ক'!
জগৎ চতুর্ভুজ হয়ে পিণ্ডি আঙুল দিয়ে টিপে টিপে হাসছে। বাচ্চাদের
চোখ ঢাকো, চোখ ঢাকো, এমন নোলা সড়সড়ানি দৃশ্যে ওদের
নুঙ্কু কাঠ হয়ে যাবে! ওগো বনবিবি! বনের জরায়ু এত পিচ্ছিল, আমরা
ভাঙা কাঁকাল তুলে হাঁটতে পারি না। নাইতে নেমে জলে এত লাল
দেখি, যেন যা রক্ত পাঁঠা কোপানোর অনাদিকাল থেকে গড়িয়েছে, সব
এই পুকুরে গমগম করে। ভজনা কালাতিপাত; গাছে কুড়ুল ঠুকে
সিদ্ধাই নষ্ট করে ফেলি। এবার শার্দূলের নাতি-পুতি হাউমাউ করতে করতে
কাঁকালের গর্তে ঠেলে গুঁজে ঢুকে যাবে নখ টেনে পথ চিরে চিরে।
দ্যাখ রে বনবিবি, ভাবলেই হাত-পা কেমন ডরের কোটরে সেঁধিয়ে যাচ্ছে রোজ!

সংসার

কন্যা ঠং ধ্বনি, পুত্র তীব্র মা; তুমি জন্ম-কালা, তবু বউ-এর ঘুম
ধ্বংস করো। এভাবে দুনিয়া হয় না। ষাঁড় ছিলে গত কয়েক জন্মে,
এবারে মানুষের পো হয়ে হাড়মাস জ্বালালে। তোমাকেই
বঁটির গ্রীবায় ঘসতে ঘসতে মারণ-উচাটন বায়ুতে পাবে কন্যা,
আতরে পাবে পুত্র... ঠং ধ্বনি, তীব্র মা... সহজ হতে গিয়ে ধেড়িয়ে
সাড়ে-সর্বনাশ দগদগ করছে পাঁজরের তলায়; রমণপর্বে
ক্যাঁচক্যাঁচে শয্যায় কথামৃতে পা ঠেকে গেল। এবং প্রণাম করবে,
নাকি বধিরের বাচ্চা তুমি লুঙ্গির কষি সামলাতে সামলাতে হাপর ওঠা-নামায়
ঘেমে নেয়ে বউ-এর মরা কচ্ছপ মুখে জিভ বোলাবে, ভাবো!
ভাবো কানে শুনতে না পাওয়ায় কত দৈবী শাপ-শাপান্ত তোমায়
ধরতে পারল না। নাহলে কবেই গঙ্গা ওঁ হয়ে যেত, কবেই
ঠং ধ্বনি ঢেউ তুলে অন্যের আয়ু গরম করতে পালাত; তীব্র মা
ভেড়ার বিচি সেদ্ধ করে যৌনশক্তিবর্ধক হিসাবে গিলে নিতে অলক্ষ্যে!
মর্ মর্ শালা, অলপ্পেয়ে ভাবছে বউ মাটি হয়ে যেতে যেতে।
তুমি মাটিতে শাবল পুষ্পাঞ্জলির ভঙ্গিমায় ছুঁড়েছ। চেনা কুহর। চেনা ধাক্কা।
কান অবধি হাড় মটকানোর আওয়াজ যায়নি, নাড়ি কোপানোর
আওয়াজ যায়নি। আহা! আগামী আরও সুন্দর হবে ভাবতে ভাবতে
কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
প্রণীত গীতা মাথায় ঠেকিয়ে তোমার কীর্তি থেমে গেল।
ঘুমাচ্ছ। স্বপ্নে একটা মোরগের পেট আস্তে আস্তে ছিঁড়ে দিচ্ছে মেয়ে,
ঠং ধ্বনি শুনতে পেলে। স্বপ্নে একটি শালুক কামড়ে খাচ্ছে পুত্র,
মা কোমল।
এরপর জাগবে কি না-জাগবে পুরোপুরি তোমার ব্যাপার।



সুফল সান্যাল

বধিরতা ও সন্ত্রাস

১.

চূড়ান্ত অপরাহ্ন, মাছের বাজার
গুপ্ত মতদান শেষের মাঠ
ত্রিকালজ্ঞ দাঁড়কাক, স্ট্যান্ডিং নিয়ার দ্য ঘাট
ইঞ্জিনের শব্দ, গাড়ির নিষ্ক্রিয় গতিপথ
অজ্ঞাত ঘটনাপঞ্জির অনুঘণ্ট
খাকি প্যান্টের ঘনঘন টহল, রুটমার্চ।

আদিবাসী মেয়েদের রগড়, কেন্দুপাতা
জড়ো করে রাখা

গণহত্যার দুপুর পেরিয়ে
শান্তির ঘুম, নিমগ্ন ক্যানালের ওপর
যুদ্ধবিমান থেকে বৃষ্টি, এজেন্ট অরেঞ্জ
ডিফর্মড কলতান, খিস্তীবিদীর্ণ চরাচর
ট্রান্সফর্মড ইন্টু গেরিলা জোন, মেটামরফোসিস
সীমারেখা অতিক্রমণ নিবিষ্ট প্রকৃতির
সহজাত অভ্যাস
প্রজাপতি একদঙ্গল, স্কুলমাঠের পাশে
অনেক খোলসের স্তূপ, গণতন্ত্রের কংকাল
মিডিয়াবাইটের পর, দৃশ্যদিগন্ত এখন পরোক্ষ দৃষ্টিতে ম্লান...

নিরক্ষরেখার থেকে দূরতম স্থানে, অয়তান্ত বিন্দু।

২.

অ্যাকুরিয়ামের মাছ, উজ্জ্বলতায় প্রস্ফুটিত
জংশনে মহিষের বডি, ট্রেন চলাচল বন্ধ

কংকালের দাঁতে নিকোটিনের হলুদ
রেইনট্রি গাছের নিচে সম্ভাবনার কথা

জ্যান্ত কাঠমানুষ সব, কী নিদারুণ শ্লেষে
অশালীন উচ্চারণে শেষে
চিৎকার করে উঠলো,
আয় গান্ডু, গর্তে ঢোক--- গর্তে ঢুকে যা

নিরক্ষরেখার থেকে দূরতম স্থানে, অয়তান্ত বিন্দু।

৩.

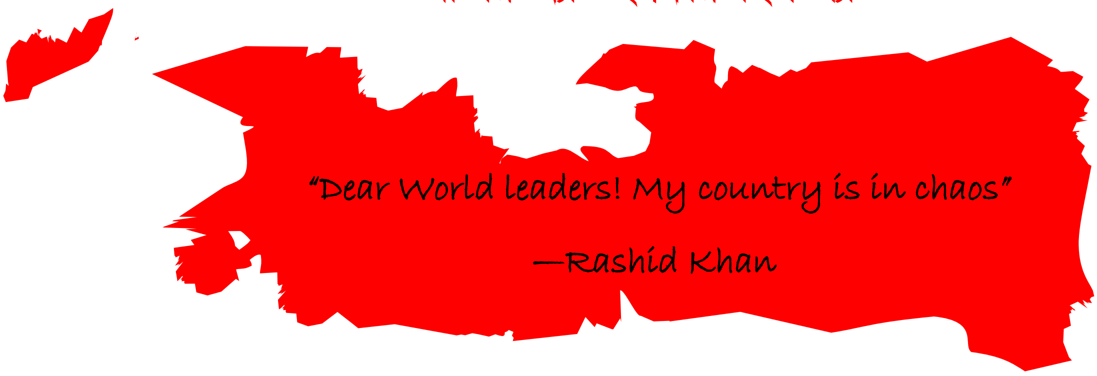
ভেতরে ভেতরে আমরা সবাই সেঁকা পাঁউরুটি হয়ে গেছি
কিন্তু বাঁড়া কামড় বসাতে পারছি না

ক্রায়োজেনিক্স

কণ্ঠনালি থেকে বাক্য অনুসৃত চোয়ালের গর্তে ধাক্কা ইতস্তত ম্যাক্সিলোফ্যাসিয়াল অঞ্চল থেকে ক্রেনিয়ামের অ্যাসাইলামে। মানসিক থেকে তামসিক, প্রতিটি স্নায়ুতে যন্ত্রণা প্রস্রবণ। স্যানাটোরিয়ামে ফ্লাওয়ার ভাসে শীতল বুদবুদ ভাসে ভ্রাম্যমাণ নিদ্রা, জ্বলন্ত এপিটাফ। জানালার শার্সিতে লেখা ফরাসিতে, "ডু নট ডিস্টার্ব। আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। এই প্রথম রাত্রি আমি ঘুমোচ্ছি।" টেলিভিশনে ক্রাইম পেট্রোল, হিজড়ে কিবোর্ড ওয়ারিয়রের ইন্সেসচুয়াস সঙ্গম, তিন পাত্তর ঢেলে- "কেটে কপালে ইউনিকর্নের মতো ঝুলিয়ে দেবো বাঁড়া, তারপর গুতোস মায়ের গুদে।" আমি শালা, ডুপ্লিকেট ম্যাও, ফোন করলে ধরিনা একদম। রেডিওথেরাপির বিষ ওরাল কেমো দিয়ে ভাগ্যিস পাকস্থলীতে নামিয়েছি। নপুংসক হেজিটেন্সি ক্লীবলিঙ্গের মেহনগলিত শব। নিজেকে ক্লিন রাখার অমানুষিক শ্রম, রজঃরক্তের দাগ লেগে আছে। চাইলেও বাঁড়া, এড়াতে পারবোনা। তুমি গুরু ওয়ারেন্ট জারি করো আমার আদ্যপ্রান্ত স্ববিরোধী মন্তব্যের জেরে আমাকে জেলে ধরে নিয়ে যাও। দণ্ড গারদের, পাগলে-আসামিতে হুল্লোড় চলুক। খানাতল্লাশি চালিয়ে যাও, ব্যর্থতার দায় চাপাও বনদপ্তরের কাঁধে। এই গ্রামে কখনও বাঘের পদচিহ্ন পড়েনি। অঘোরিতন্ত্রের ঘোরে নেক্রোফিলিক বিকেলে ঘাটের ধারে মাছের জীবন দেখি। তুমি কি বলতে পারবে নিশ্চিত, এই পথই গেছে স্বর্গের দিকে। ইউটোপিয়া... বাঁশবনে চাঁদ দেখে কন্ট্রাস্ট ফুটে উঠেছে চোখের রেটিনায়। কোর্টচত্বরে পড়ে আছে আমার ক্ষুধার্ত চিৎকার। সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে অগ্রাহ্য করে ডেকে উঠি জ্যোৎস্নালোকে, ফর্মাল ডিহাইডে চুবিয়ে রাখি আপাদমস্তক। ভাবি, জীবন ও মৃত্যুর কী দারুণ ছন্দ! কী দারুণ দ্বন্দ্ব সুখের সাথে অসুখের। তবে হঠাৎ তোমাকে এসব বলছি কেন, তুমি তো রাণী ভিক্টোরিয়া কোনোদিনও আমার হবেনা। ময়দান ধুধু শূন্যতায় ভেসে যাবে। যন্ত্রণার দুইচোখ ঝিম মেরে এলে সুদূর মিশর থেকে বাজতে থাকবে ডুডুক বাঁশির সুর। তুতেনখামেনের। আমি পিরামিডের, আমি ফ্যারাওদের কথা ভাবি। চিন্তার অর্গাজমে মুখ ডুবিয়ে রাখি। মৃত্যুলোকের মহাদেব আনুবিসের মৃত্যুপ্যারেড। ভাবি ব্যান্ডেজমোড়া মমিদের কথা। মৃত্যুর পর কি মানুষ কিছু উপভোগ করতে পারে! তবে কবরে অতো আভিজাত্য হবে কেন? নাকি ওরা জানত ক্রায়োজেনিক্সের গুপ্তবিদ্যা?

সাদ্দাম প্রমিথিউস

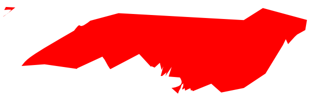
মার্ডার অ্যাট ইনফারটাইল ল্যান্ড



সময়টা ২০০০০০১৩ সাল। একটা স্পেসক্রাফট-এ

ছাল-ছাড়ানো পেনিসের কালো বেড়ালকে চামড়া খালিয়ে হত্যা করা হলো।

একটা লম্পাট বুঢ়হা গণতান্ত্রিক শরীর ক্যারিওন হয়ে পড়ে আছে... ভালচার ছিঁড়ে খাচ্ছে প্রমিথিউসের দেহ.. তবুও কাঁচা মাংসের গন্ধে, স্তনে মুখ রেখে, যোনিতে পেনিস গুঁজে হাজার গিগাহার্জের উল্লাস ....উল্লাস মহাবিশ্বে



বেড়ালটা একটা স্পেসশিপ পেলে হয়তো অন্য প্ল্যানেটে পালিয়ে বাঁচতো...কিংবা রিফিউজি হয়ে উত্তর উপনিবেশিকের রঙিন ছবি দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তো লক্ষ লক্ষ সারি সারির শূন্য কোনো একটি কবরে

ক্রেমেটরিয়াম ঘাটে এক নাংকরানি ঢেমনী ঠোঁটে কামরস তুলেছিল— "কবর খুঁড়ো কবর খুঁড়ো আন্তর্জাতিক শান্তি স্থাপনে।"

মার্ডার অফ এ নেশান

একটা খুনের ছক কষছি

কটি চাচীর মুরীর মুখে; যেখানে চাচী মুতে। আপনারা জানেন।



খুনের একটা মোটিফ থাকে

আমার নেই; তবে সূচের ফলা আছে

এবার চলুন খুন টা সেরে ফেলি .....

প্রথমত, কটি চাচীর পেটিকোট খুলে চিৎ করে শুইয়ে দিই জীবনানন্দের টেবিলে, তারপর .....ঘা পুঁজের পায়ুদ্বার জিভ দিয়ে চাটি, তারপর..... বিষাক্ত, বিভৎস উল্লাসে আঁচাই পাড়ি উপনিবেশিক সন্ত্রাসে

এর পরের রূপ... সংক্রামক

রেকটাম থেকে স্পাইনাল ..এই মধ্যবর্তী স্থানে স্পেস রেখে সোজা মুতে দিই মগজে; নিষিক্ত হয় হুবেই প্রদেশ।

জ্যোতি মাইতি

মুখে বালিশ চাপা দিয়ে আমি জলচক্রের আগুন দেখি...

পুড়ছে পুড়ছে দেখো কাটা শরীরগুলো পুড়ছে।

গরম পাথরের ওপর একটা ডানাভাঙা প্রজাপতি ফরফর করছে। যন্ত্রণায় সাদা হয়ে উঠছে। অশ্বধারী বাসন্তী বিকেল থেকে এক খাদক বেরিয়ে পড়ে। কঙ্কালের খিদে পুনর্জন্ম চাইছে স্বপ্ন দেখবে বলে। তাদের কোনো ঘর থাকে না, ঘুম থাকে না কেবল একটা ঠাণ্ডা উনুন পড়ে থাকে পায়ের কাছে।

ছুটতে ছুটতে সে প্রজাপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, শরীর সমেত রঙটুকুও তার মুঠোয়। জিভ দিয়ে রঙ রস ডানা মাথা সব মুখের ভেতর। দাঁতের সাথে লড়াই। একটু একটু করে ঠোঁটের কোণা থেকে বিষণ্ণ তামসী গড়িয়ে পড়ে। এখন কোনো প্রজাপতি নেই, নেই কোনো কঙ্কাল, নেই কোনো খাদক, নেই কোনো আমিষ প্রতিকৃতি। ছটফট করছে শুঁয়োপোকার রূপান্তরে। শরীর থেকে ঠিকরে তাপ বেরিয়ে আসছে। কিছুক্ষণ বাদেই সূর্যের শেষ হাতিয়ারের গা থেকে রক্ত মুছে যাবে।

আবার চলতে থাকে....

চলতে থাকে....

কুয়াশার ভেতর থেকে যেসব বিষধর নদী খুঁজতে বেরিয়েছে, তাদের সঙ্গম না দেখতে পেয়ে মাথা থেঁতলে বিষ সমেত তার চালচিত্রিক মাংস খেয়েছে সৈনিক। নিজের মাথায় মুকুট কল্পনা করে হাড়-গোড় মারিয়ে (যা তারই বংশধরের অবশেষ) কালপুরুষের অস্ত্র খুঁজছে। এবার শেষ সৈনিককে অথবা এক নারীর অর্ধনগ্নতা দিয়ে উনুনটা ধরাবে তারপর শরীরগুলো ঝলসে, শেষ খাবারটুকু না রেখে ঘুমিয়ে পড়ে। জ্যান্ত সমাধিকক্ষ।

সারা শহরে ছড়িয়ে পড়ছে উনুন। জিন্দা উনুন।

এদের ধরা যায় না। এদের ছেড়েও দেওয়া যায় না।

মুখে বালিশ চাপা দিয়ে আমি জলচক্রের আগুন দেখি....

শৌচাগারের হত্যালীলায় এতটুকুও আলো ঢোকে না, শব্দ আর গন্ধ ঢোকে মৃত নারীর কষা শীতপ্রদাহ থেকে। জমা রাখি এসব চাইনিজ স্যুপের মেনুবারে। চাঁদ ফুটো করা বাড়ির মালিক আমি, এখানে ধারালো ছুরি দিয়ে ভাষা খোঁজার কাজ করি। এসো, তোমরা শব্দের মধ্যে সস্ আর অতীত ছাল মিশিয়ে এক ভোজের নিমন্ত্রণ পত্র নিতে। এসো! বসার ঘরই নির্বাতি স্নানাগার। যেখানে আমার চোখ কান নাক মুখ হাত আর ঘাড়ের মেদ পায়ের কালো অংশগুলো আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে অথচ মা সেসব অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আমার অদৃশ্যতাই কেন লক্ষ্য করে! ভয়ে ভয়ে মায়ের নলি বেরিয়ে পড়ে, চুড়ির আওয়াজ থেমে আসে, সেই অবস্থাতেই কল খুলে বালতি বালতি জল ভর্তি করে। যখন বলি,

মুখে বালিশ চাপা দিয়ে আমি জলচক্রের আগুন দেখি...

সমস্ত জল ঢেলে দেয় আমার শরীরের বর্জিত অঙ্গে। গড়িয়ে ঝাঁঝরির দিকে চলে যায় ফেনা মেশানো হৃদপিন্ড। "মা...মাগো... শোনো, আমার তলপেটের লবণাক্ত উপকরণ দেওয়া এখনো বাকি...একি লবণ কই! কই! আমাকে সমুদ্রের ধারে ফেলে আসো মা, আগামী বৌদ্ধত্ব ওখানেই কাটাবো।"

খিদের মধ্যে স্বপ্ন আরও সতেজ হয়। একটা গর্ত স্বপ্নকে আরও গভীর করে তোলে। গর্ত বলতে আমাদের সামনে একটা ছবি, একটা কালো ছবি যা আমাদের এতকাল শেখানো হয়েছে। আসলে আমরা এখানে এসেইছি এসব ভেঙে গর্তের ভেতর জঙ্গল তৈরি করতে। 'আমরা' বলতে যারা ভ্রমের ভেতর রণক্ষেত্র তৈরি করছে অনবরত। যতই তীর ধনুক নিয়ে যুদ্ধে যাই বারবার আমাদের এই সবুজ জায়গাটায় ফিরে আসতেই হয়। পাখিদের শব্দের কাছে, নদীর খরস্রোতার কাছে, ঘুণ ধরা কাঠের কাছে যেন এটাই প্রকৃত সংসার। যদিও এসব যুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বী আমিই। আমি বনাম আমি।

ঘরের ভেতর যেসব আঁচড় রাস্তার আলোয় প্রস্ফুটিত হয়েছে সেগুলো এক মহিলার ব্যালেরিনা হয়ে উঠলেই নেচে ওঠে, সি-গার্লেরা সুর করে চারপাশে ঘুরতে থাকে। তাদের সমুদ্র মনে হতে পারে। আসলে এটা ঠিক ঘরও নয়। হুক দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা দেওয়াল। কখনো পড়ে থাকতে থাকতে ফাংগাস হয়ে যায় আবার কখনো কখনো যেমন ইচ্ছা পাল্টে নেয়। আবার পাল্টানোর সময় টানা হ্যাঁচড়া করে ছিঁড়ে ফেলতে ভেতরের ইঁট সুরকি বেরিয়ে পড়ে। ক্ষতের কোনো ওষুধ হয় না, ক্ষতের পরিমাণ বেড়ে গেলে পুরোনো যন্ত্রনা আমরা ভুলে যাই। আসলে ভালোবাসা আফিমের মতো এক ধূর্ত ব্রহ্মাস্ত্র, আপনাকে নিংড়ে রেখে দেবে অথচ আপনি চাইলেও বর্জন করতে পারবেন না।

শুভদীপ সান্যাল

যত্নপৃথিবী

আলোর শরীর থেকে খসে পড়েছে জমাট জলের ডিম, যেন পৃথিবী রূপক, বিগব্যাং প্রসব চীৎকারে জন্ম নিলো সোমালিয়া, তৃতীয় বিশ্বের স্বর্গ ভারতবর্ষ।—পৃথিবী স্বপ্নের আঁতুড় ব্রহ্ম, আনবিক অস্ত্রের ধর্ষণে ধূমকেতু গুঁড়োর মতো ছিটে পড়বে সমস্ত জল, ওমলেট বিচ্ছুরিত ঝুরঝুরি।

ছুঁড়ে ফ্যালো নিজের অস্তি, বেঁচে থাকার নিগূঢ় অর্থহীনতা। পৃথিবীর খনি থেকে পুনরায় সূর্য্য উত্তোলন, সিজারে রক্তের প্রপাত বেশি হলো। টাইপ ওয়ান সিভিলাইজেশন, ভাসমান কবরে প্রহরী রোবট অমরত্ব; চিমনির কোলে অক্সিজেন মেঘ, ট্রিটিয়াম পানীয় উজ্জ্বলতা, পৃথিবী মূলত অসামাজিক, ধর্ষিতা।

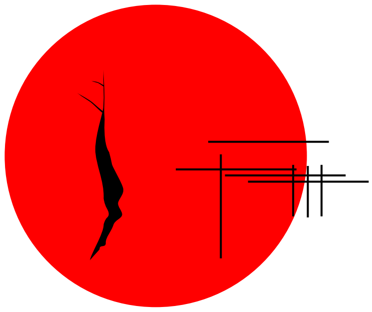
প্রত্নরক্তের দূষণ, পায়ু শূন্যতা থেকে ক্রমে আলো জ্বলে ওঠে। ফ্ল্যাশলাইট ফ্ল্যাশলাইট প্যাগোডার মূর্তচোখ, সূর্য্যের সর্বনাম। যেখানে বরফের চাঁইগুলো গলে গিয়ে খসে পড়ছে জমাট জলের ডিমে; সুনামীস্বপ্ন–ডিমের জন্মসম্ভাবনা উবে গিয়ে, টাইপ জিরো পয়েন্ট ওয়ান সিভিলাইজেশন, সমস্ত কিছুর সাথে খসে পড়বে আলোর শরীর। একটি লুপের ব্র্যাকেট এখানে শেষ হলো(})।

একটি অ্যাপের ডিজিটাল গোলকচক্র স্পিন করে আমার মৃত্যুক্ষণ নির্ধারিত হলো; প্রি-প্রোগ্রামড আমার সমস্ত কার্যবিধি, ‘আমি’ নামক ডেটা ব্যাকেন্ডে তোলা আছে।

আরও আছে লাভ ও ক্ষতির পাটিগণিত শঙ্কা, এক্সপোনেনশিয়াল দায়ভার, বৃথা সমাকলন তোমার মোবাইল বুটের পরবর্তী নৈঃশব্দ্য ট্রান্সলেট হয়ে কয়েকটা খিস্তি উঠে এলো, এখন যাঁকে যা খুশি বলা যায়, সাহিত্য কবিতার এই হোক মূলধারা...

ফ্রেমের ভিতরে নগ্ন-ভিডিও গানের ব্যাধিসজ্জায় আক্রান্ত যতো ফলোয়ার্স আমি নিজেকে ধর্মঈশ্বর মনে করি। নিজেকে যত্ন নিয়ে পীতাভ চূর্ণ বিকিরি পায়খানা অ্যাঙ্গেল বিভেদে শুট করে পোস্ট করো জীবন শৌচালয়। রিয়্যাকশনে যে স্কার্লেট ভালোবাসা রেখে গেলে বিনিময়ে জমাট মোমের ডিলডো, আখাম্বা বাঁড়া হাতে শুধু নাড়িয়েছো অস্তি। সঠিকের অতীত তুমি ভুলভ্রূণ উৎপাদিত মৃতচোখ। মোবাইল ছুঁড়ে ভেঙ্গে ফ্যালা, ক্যাপিটাল জন্মের এই নিয়তি। একটি অ্যাপের ডিজিটাল গোলকচক্র স্পিন করে আমার মৃত্যুক্ষণ ভুল প্রমানিত হলো!

একটি ভালোবাসার কবিতা



ভালোবাসা তোমার জন্য আলো, ধ্বনি বিষাদের সংঘ গড়েছি; প্রিজম প্রসবে সাতটি শিশুর চোখ,
‘পৃথিবী মূর্ত জন্মরোগ’, শরীরের হয়ে তোমায় পেয়েছি।

ভালোবাসা তুমি প্রতিফলিত সৌরজ্যোৎস্না, বিশ্বের সঠিক অভিনীত গর্ভাঙ্ক নাটক,—দৃশ্যত তোমার
হতে জন্ম হলাম আমি, নাভিরজ্জু, প্রথম রক্তপাত।

ভালোবাসা আমার চিরকাল স্তনাগ্র-ক্ষতের লোভ, জলপ্রপাত, মানুষ ভিজেছে নারকীহননে, সেই
সাতটি শিশুর মুখ, লাল মন শুধু তুমি যেন দীর্ঘজীবী হও!

ভালোবাসা তুমি ঝরে আছো শিউলি লাশের পাশে, শিশির সকাল চোখ, অশ্রু বিভীষিকা জমা রইলো
নারী প্রজাতির মায়া, বনাম শরীরের নিস্ফল ‘স্বাধীনতা’।

ভালোবাসা আরও শঙ্খধ্বনি সঙ্গম বিছানার ধারে, রলরোল কোলাহলে, দ্যাখো প্রজন্ম বিচ্ছুরিত
‘আমি’ খসে পড়া তারার ধ্বংসবোধে, ইচ্ছেমৃত্যুর কাছে।

ভালোবাসা তুমি তরল গড়নে মূর্ত দেবী, ব্রহ্মকন্যা, দিলে কেন হায় আশ্রয় পিতৃলিঙ্গ, যোনিবর্তের
শূন্যস্থানে! প্রতারণা, সমস্ত প্রতারণা, আমার তাৎক্ষণিক মৃত্যু হউক।

ভালোবাসা অতঃপর তুমি প্রপঞ্চ রক্ত, রঙিন শিশুর মুখ, দৃশ্যহীন অবলোহিত অতিবেগুনী পথআলো,
হ্যাঁ– গরীবের নও তুমি, নও পিতৃতান্ত্রিক ডুকরে কেঁদে ওঠার প্রতিমা।

এই শরীরের শিল্প অকারণ লোভনীয়, ঔরসে, কাঠামোসজ্জায়, যৌনাঙ্গ পীড়নে। ভালোবাসা, বহুজন্মে
একই নাম তুমি ‘ভালোবাসা’; আরও স্বচ্ছতম কাচের মুখে অহরহ তোমায় ভেঙেছি।

অনিরুদ্ধ সাঁপুই

বোবা হাতের কথা লিখে রাখতে গিয়ে আমি

পুনরায় নেমে আসি মানসিক রোগীর ঠোঁটে– সবুজ আলোর ভেতরে আশ্রয় নিয়েছে যে যুবক তার শিকারী দাঁতের ফাঁকে আটকে রয়েছে নির্বাসিত বেশ্যাদের যোনির ক্ষত, শহরের প্রতিটা রাস্তার শেষে পৌঁছে দেখেছি কার্পেটের মতো তার অন্য প্রান্ত ছুঁয়ে আছে যে যোদ্ধারা তাদের শীঘ্র পতনে জেগে ওঠে মধ্য রাত্রির মেধাবী হ্রেষা, সূচের নিক্ষেপে যে চোখ নিয়ে তারা তীরন্দাজিতে মশগুল তার অনতি দূরে রাজা ইডিপাসের কাঁধে নেমে আসে বাদ্যযন্ত্র–ট্রাম্পেট বেজে উঠলে আমি চলে যাই সেই নদীর কাছে যেখানে বাঘেদের সাঁতারের সামনে সাজিয়ে রাখা হয়েছে অন্ধ সাবমেরিন, ঘেয়ো ঘোড়াদের মোলায়েম ত্বকে নাক ডুবিয়ে রমণীরা তুলে আনছে নিষিদ্ধ ঘ্রাণ, আমি বরাবর চাইছি বৃষ্টি আসার আগে আগুনটা জ্বলে উঠুক যাতে নিভে যাওয়ার কৌশল শিখে নিতে পারি এবং তারপর বরফের তৈরি চপার দিয়ে খুন করতে পারি জলের গভীরতাকে– একটি বৈধ অন্ধকারের প্রশ্রয়ে যেমন বীজের লাশ সংরক্ষিত তেমনই আমি যে কোনো আয়নায় থেকে যেতে পারি অনধিক কাল একটি নিরাশ্রয় আপেলের মতো।

প্রতিটি লাফ থেকে তুমি সরে গেছ বৃক্ষের দিকে এবং

তার পরেই এঁকে দিয়েছো শূন্যের শরীর

আমি ঢুকে যাই প্রতিবার একই ভাবে পাখির ডানা ভুল করে

অনিবার্য ফসিলের দিগন্ত মিশ্রিত নীল চোখে যেভাবে ছুটন্ত বাঘের থাবার মাংসে উন্মীলন হলো মুখ– আমি ভুলে যাই

ঘুমন্ত শহরের লোনা যোনি থেকে সারমেয়দের কলরব শুনে কান্নার ধ্বনি ওঠে বেশ্যার গর্ভে মৃত সন্তানের শোক মোমের শরীরে থিতু হয়। চকমকি জ্বেলে যারা নৌযানের স্বপ্ন দেখেছিলো তারা এখন কোথায়– নিভৃত সূচের আঘাতে ফসলের যন্ত্রণা কি রাতের দেওয়ালে ফুটে উঠলো? পুরনো পতঙ্গের কেকাধ্বনি বিহ্বল গোলাপের ঠোঁট ছুঁয়েছে ভেবে আমি আস্তাবলের শৈশব সাজিয়ে রাখছি পুরনো পকেটে– অনেক কথা হলো জারজ বালবের আলোয় শুয়ে আমরা অনেক মাখলাম জ্বলন্ত নক্ষত্রের ঘ্রাণ। এখানে কিছুই নেই তোমার অঙ্কন প্রণালী ছাড়া।

দেখো বৃষ্টির ভিতরে মিলিয়ে যাচ্ছে দুটো মানুষ

তারা আজ আর কেউ চেনে না পরস্পরকে–

রাস্তায় জমা জলে ভেসে আছে বহু প্রাচীন মুখ

সব হারিয়ে যাওয়া মানুষ–

নিস্তেজ ঘরের স্মৃতি আমাকে আর কোনো ফুলের দিকে নিয়ে যাচ্ছেনা আমিও ক্রমশ কীটের গহ্বরে অনাথ বালকের মতো গুটিয়ে আছি, সারা গায়ে মোমের আঁশ নিয়ে আমি কবরের গন্ধ বুঝতে পারি এখন।

তারপর আমারই হাত থেকে সরে যায় পাথরের ভ্রূণ, প্রবল বৃষ্টি– শুধু ঝাপসা চোখে দেখি বৃক্ষের মাংসে অবলুপ্ত হরিণ শাবকের শেষ সংলাপ– "এখানে সাহচর্যের হাত হয়তো ছিলো!"

হিতকারী গোলাপের পাশে কি আমি কখনো দাঁড়িয়েছি উন্নাসিক জলযানের মানচিত্র নিয়ে! ঘনিষ্ঠ প্রান্তরে সারমেয়দের জননযন্ত্রের শুশ্রূষা নিয়ে তারা ফিরে আসে চার্চের স্তব্ধ কক্ষে, মৃতদের কোনো আশ্রয় নেই আগুনের কোরাস শুধুই চুম্বনের উষ্ণতা খোঁজে– এইসব কাহিনীর মতোই পরিচর্যাহীন মানুষের শেষ আশ্রয়ে লেগে আছে বৃদ্ধ শহরের ঘুম।

সুপ্রিয় বসু

জ্যান্ত নেকড়ের সূর্য আমার রেজর ব্লেডে নষ্ট চোখের শিরায় ইস্পাতের গজদাঁত ও হিরণ্যগর্ভের অবিরাম ঘর্ষণ   আর্চবিশপের পায়ুকাম

কালো স্যাক্সোফোন ও মৃত্যুদণ্ডের টানা আওয়াজ

বুকসমান বরফে সুরভিত প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর শ্লেষ্মা   শর্করা   মেটেহলুদ মেমব্রেন

রক্তহীন পেঁয়াজের নীলাভ নারীবক্ষ যেন নরকের

রাজহাঁস দেখছে অপলকে অথবা বিশ্বযুদ্ধের সময় গড়ে ওঠা রেস্তোরাঁর বহির্দৃশ্য

টেলিফোনে আসা মৃত্যুসংবাদ ভিড় করে কাক বসে আছে

ক্রমশপ্রখর এক চিৎকার অন্তর্তন্দ্রা ভেদ করে মিশে গেল অল্প খেলেই নেশা হয়ে যায় ধরনের একটি মেয়ের রোঁয়া ওঠা স্ট্রোলে

ঘুমের মধ্যে একগাদা লাল বিষ গিলে নিল সে

দুধের ফেনার ওপর উথলাতে উথলাতে শাদা মদে বয়ে গেল তার অস্থিসমূহ

কাস্তের ঘা খাওয়া স্তনমুখ ও যোনিবর্ম

বার্চবন কিম্বা পাটক্ষেতে

ক্রমশবর্ধিত এক উল্লাস অস্থির করে তুলছে ব্রহ্মাণ্ড

নির্বস্ত্র পাহাড়ি দেবতার ক্রোধ নাকি ধানগোলায় মেয়েমানুষের ভারী তলপেট খুঁজে পেল লোমশ ইঁদুরের দল

শরীরের সাত লক্ষ ক্ষত জোৎস্নার আয়ুকাল লঙ্ঘন করে সদ্যমৃত সমুদ্রের হুঙ্কার শুনি গোটা রাত

চোখ বুজলেই জ্বলন্ত পিয়ানো ভেঙে বেরিয়ে আসা সাত-মাথা অশরীরী জুয়ায় সর্বস্বান্ত ফ্যারাওয়ের মতো চেয়ে থাকে

লাস্যময় শঙ্খচূড় বেড় শক্ত করে শনিচক্রে

ক্রমশ ভারী হয়ে আসছে মাথা

আফিম পাইপে একটা লাল ফুলকি ধুকপুক করছে শুধু

শ্বাস নিতে গেলে বেঁকে যায় তিনশ পঁচিশ বাঘখাঁচা

ঘুমচোখে দড়ির শিকলের দিকে এগিয়ে যাই আগুনে ঝুলন্ত নারীজিভের তলায়

ক্যানেস্তারার আওয়াজে চমকে ওঠে মদমত্ত কুনকি

যেন দ্রুত মড়া পুড়িয়ে ফিরে আসতে হবে ঘরে

আমি চাই নৈরাজ্যের যাদুঘর

মদ্যপের সমুদ্রভ্রমণ

কমপক্ষে আজীবন বাস্তিল ভাঁজ করা গুপ্তরোগ

মাংস মজ্জা অরিগামি ; ভোরে রতিক্রিয়া শেষে অন্তিম শিশুপ্রবেশ

যেমন বিটনুনসেদ্ধ চমৎকার রাজহাঁস অ্যানিমিয়া চোখে স্পর্শ করে কুষ্ঠরোগীর স্বপ্ন

চলমান আলোর ট্রামপেট

শীতের পাশবিক হানায় আমার হৃদয়ে উপচে পড়ছে সহস্র ছানিপড়া চোখ

হলুদ সুতোয় সেলাই অবৈধ লাশ

মাইক্রোভাল্লুকের জীবাশ্ম

গ্যাসবার্নার ও সোনালী চোয়াল

রাইফেলের গাদায় খুঁজে পাওয়া শিশুচাঁদ

ভরা কোটালে উগরে দিচ্ছি ট্রেঞ্চ মর্টার দেবধূপ আফগানি বুলেট

সারাদিন চণ্ডালের হাড়গোড়

জ্বলন্ত অঙ্গার রাখার মৃৎপাত্র

না খিদে, না চরম যৌনহেনস্থা, না যিশুর আশীর্বাদ ঘোষণার দিন

অতএব বাঘখাঁচা খুলে ব্যাভিচারের তন্ত্রছুট

ফটোগ্রাফি

মাহবুব উদ্দিন

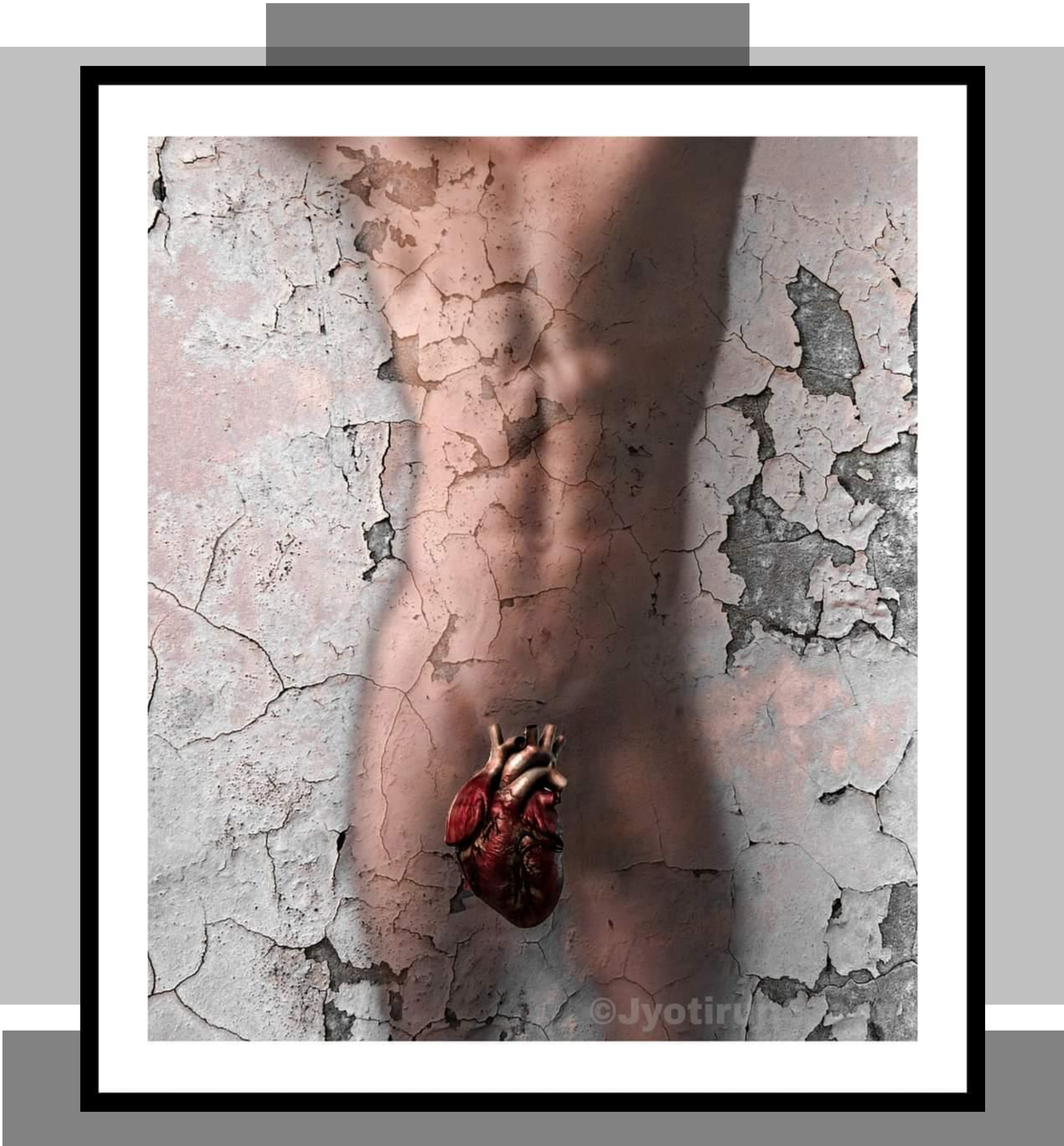




জ্যোতিরূপ ওরাওঁ



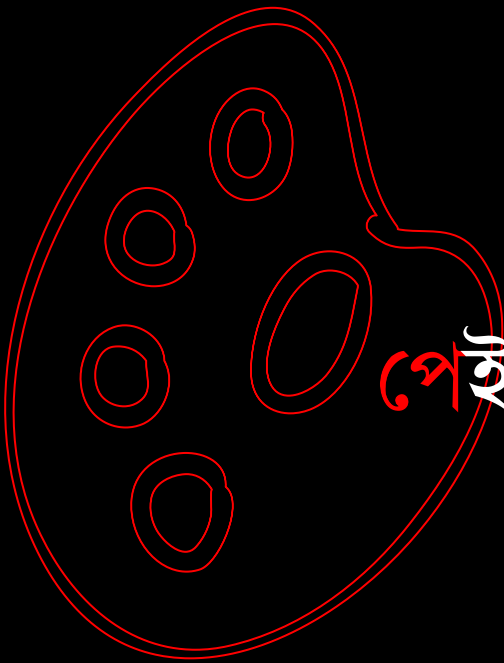

©JyotirupOraon








মুরগিকে

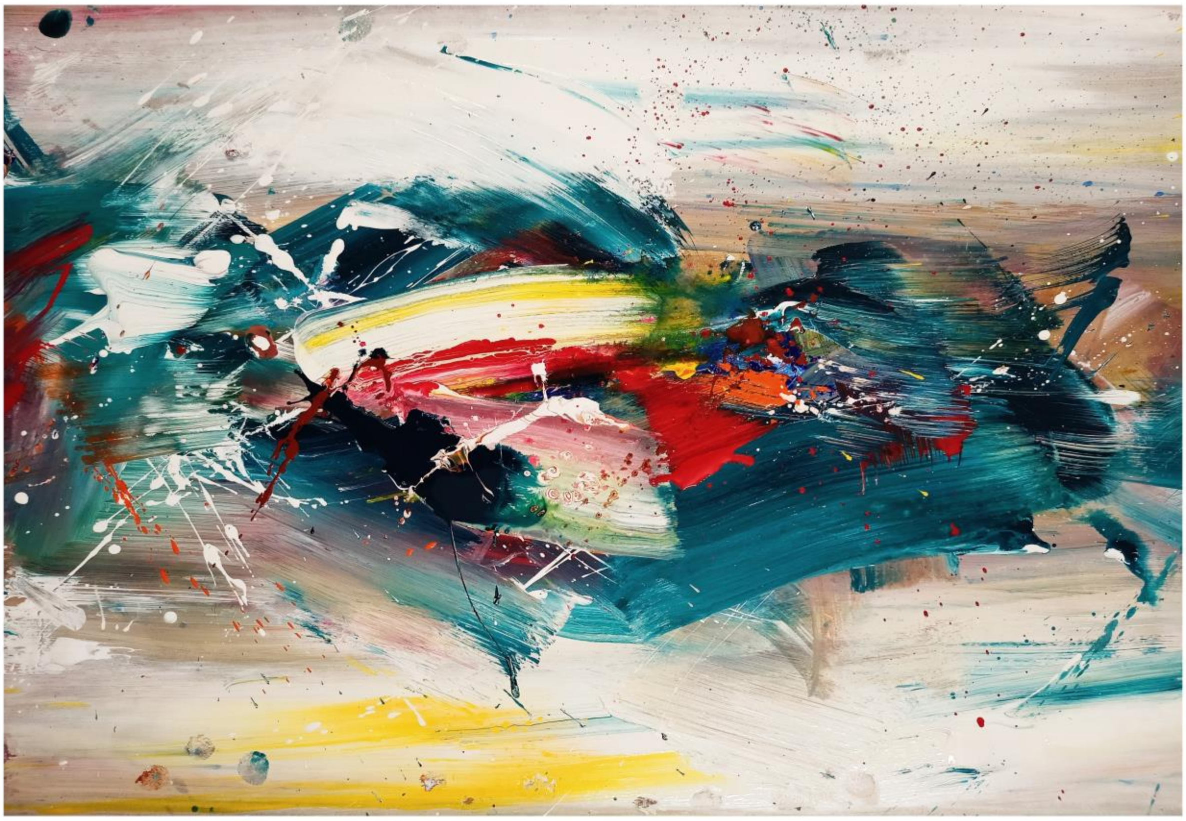


পেইন্টিং



চন্দ্রিল গোস্বামী





সরবিতা দাস





ভাস্কর বরদোলই





প্রমোদ প্রকাশ





কৃষ্ণধন আচার্য



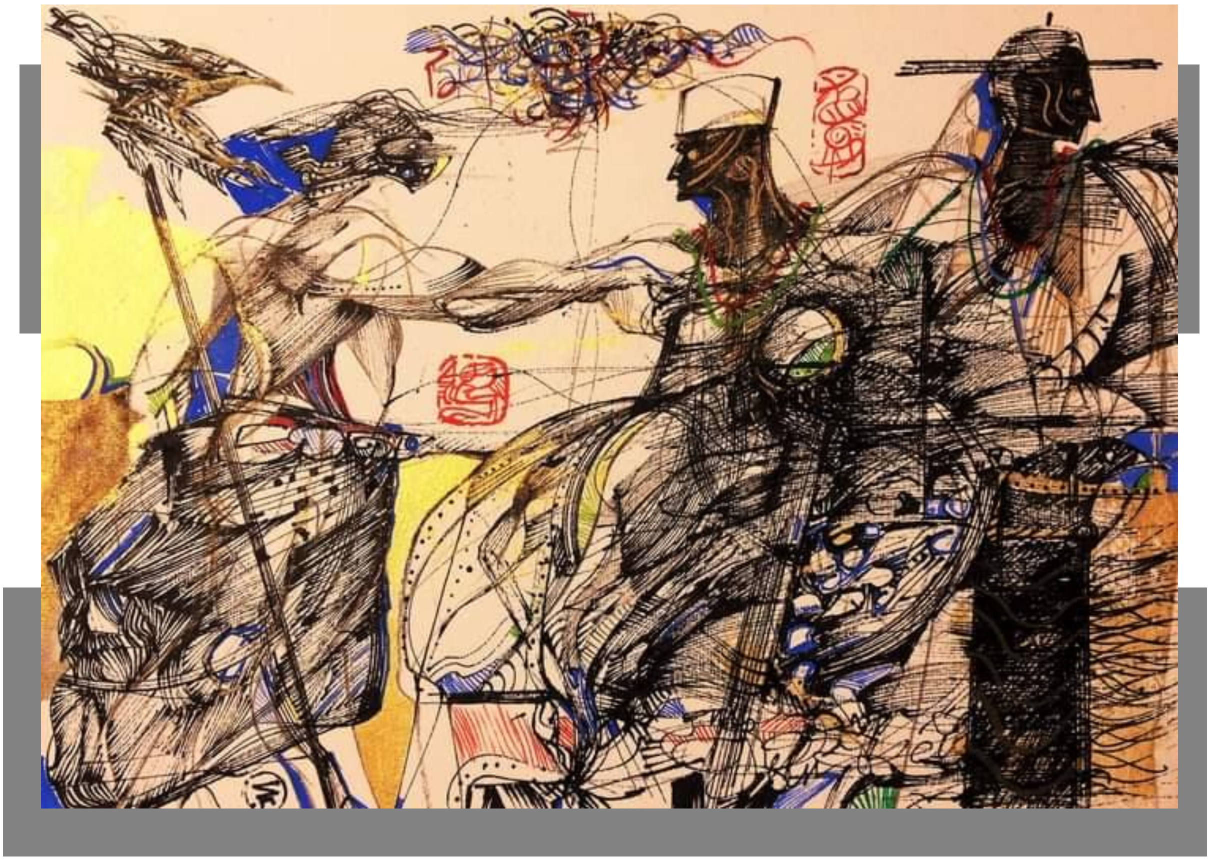


পাওলো সায়েগ





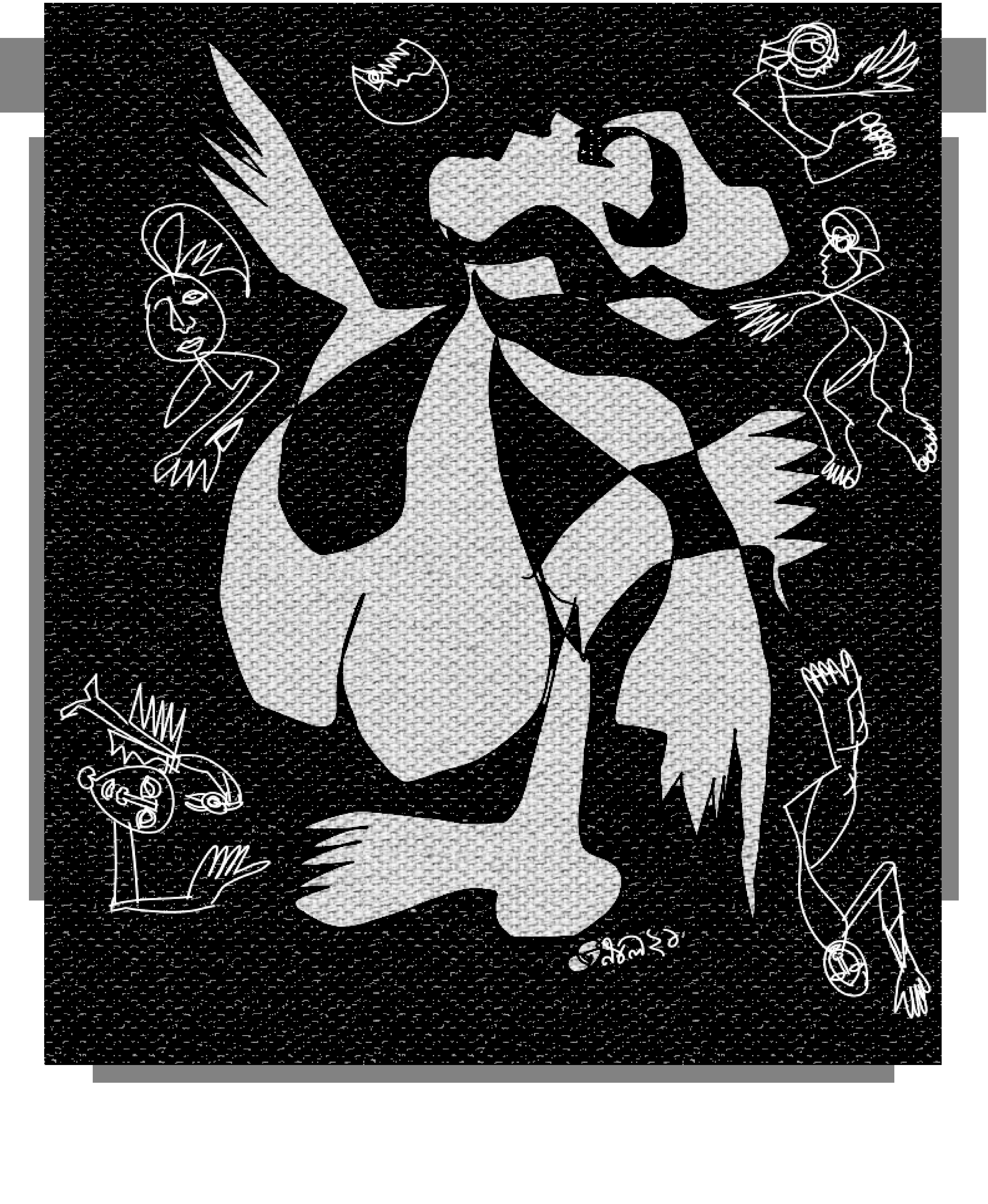




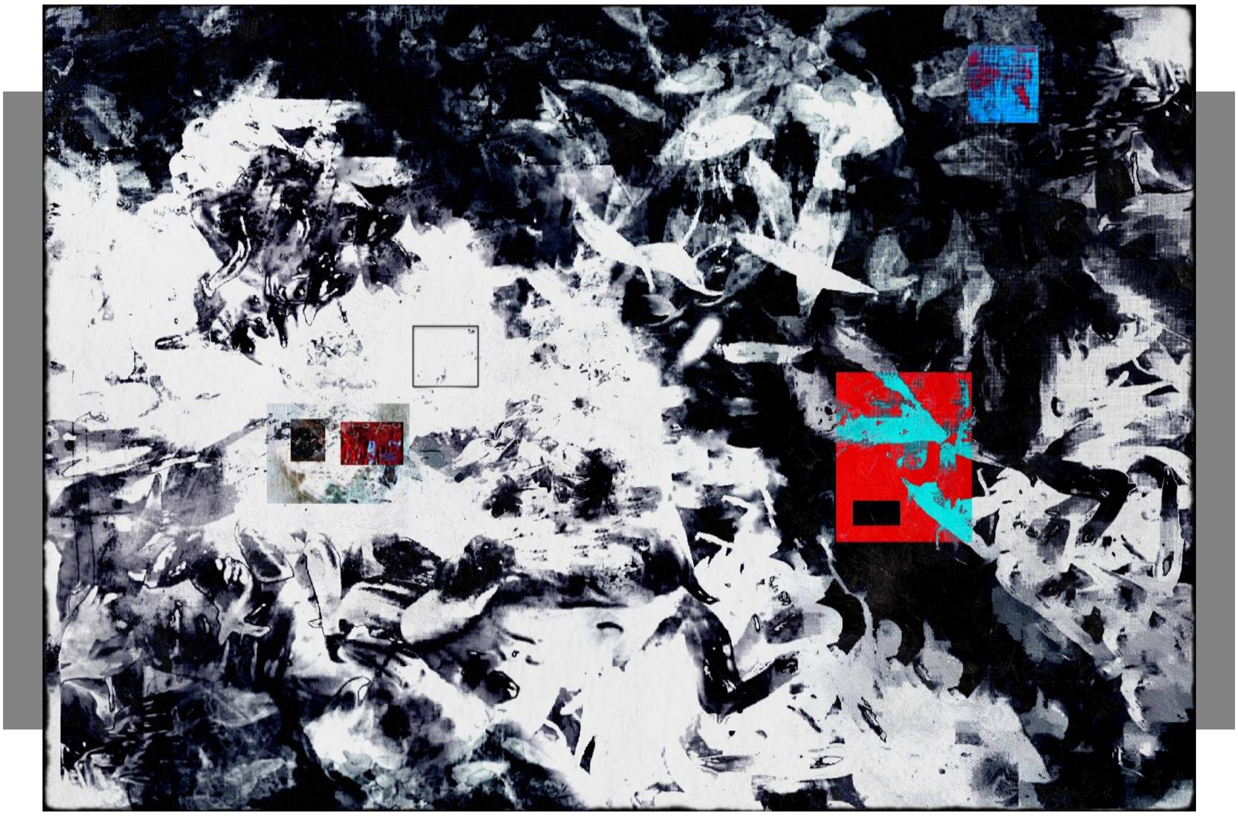
ডিজিটাল আর্ট

কুনাল সরকার

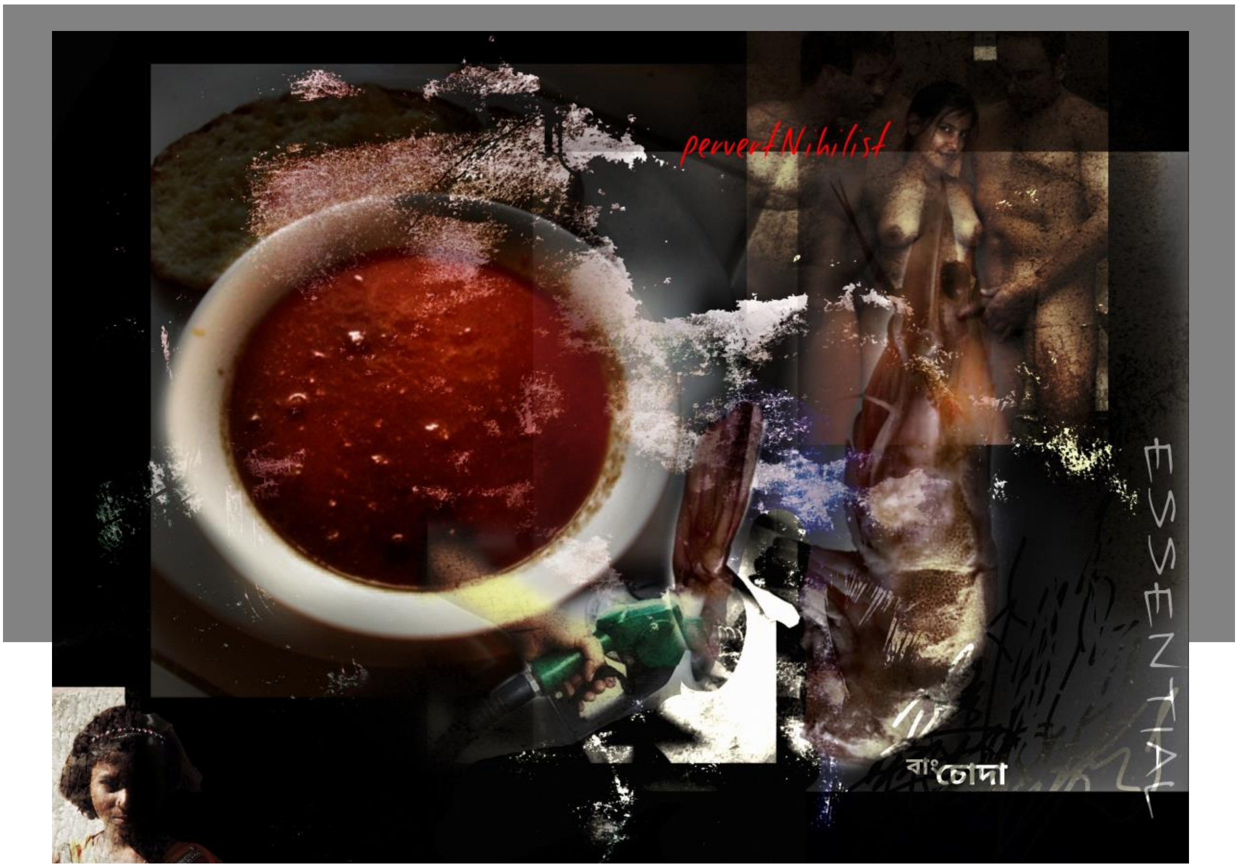




শুভদীপ সান্যাল

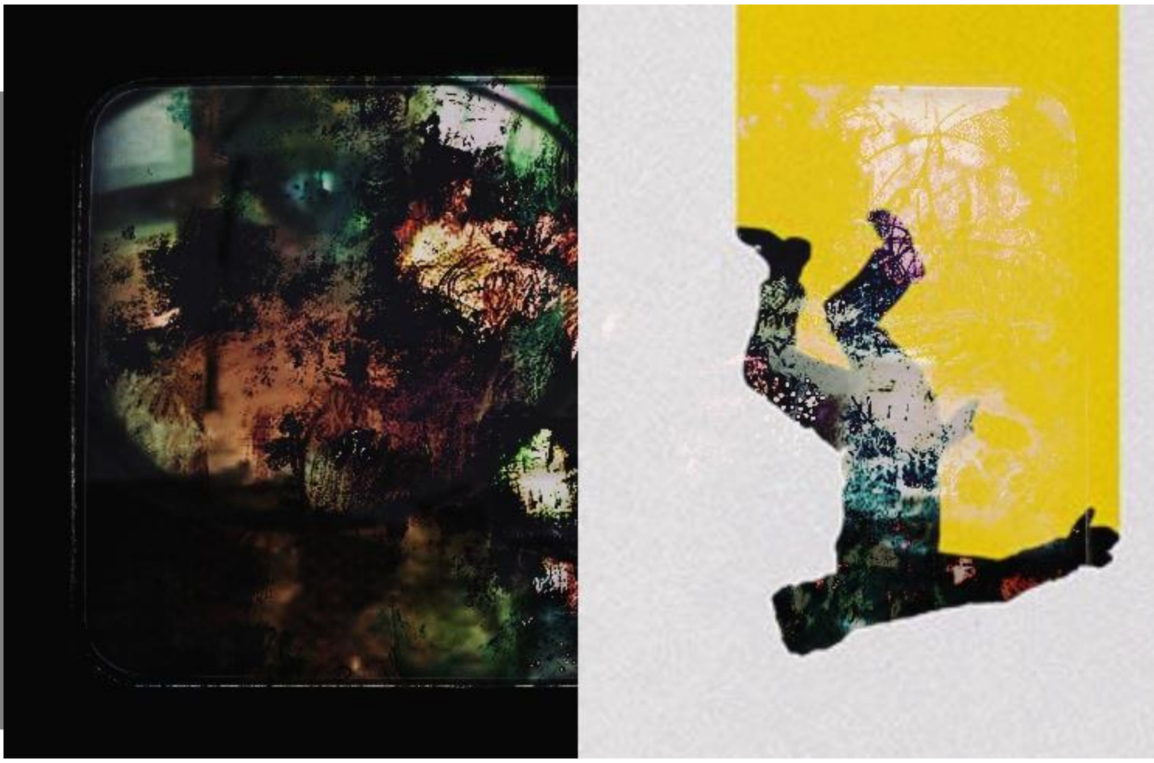




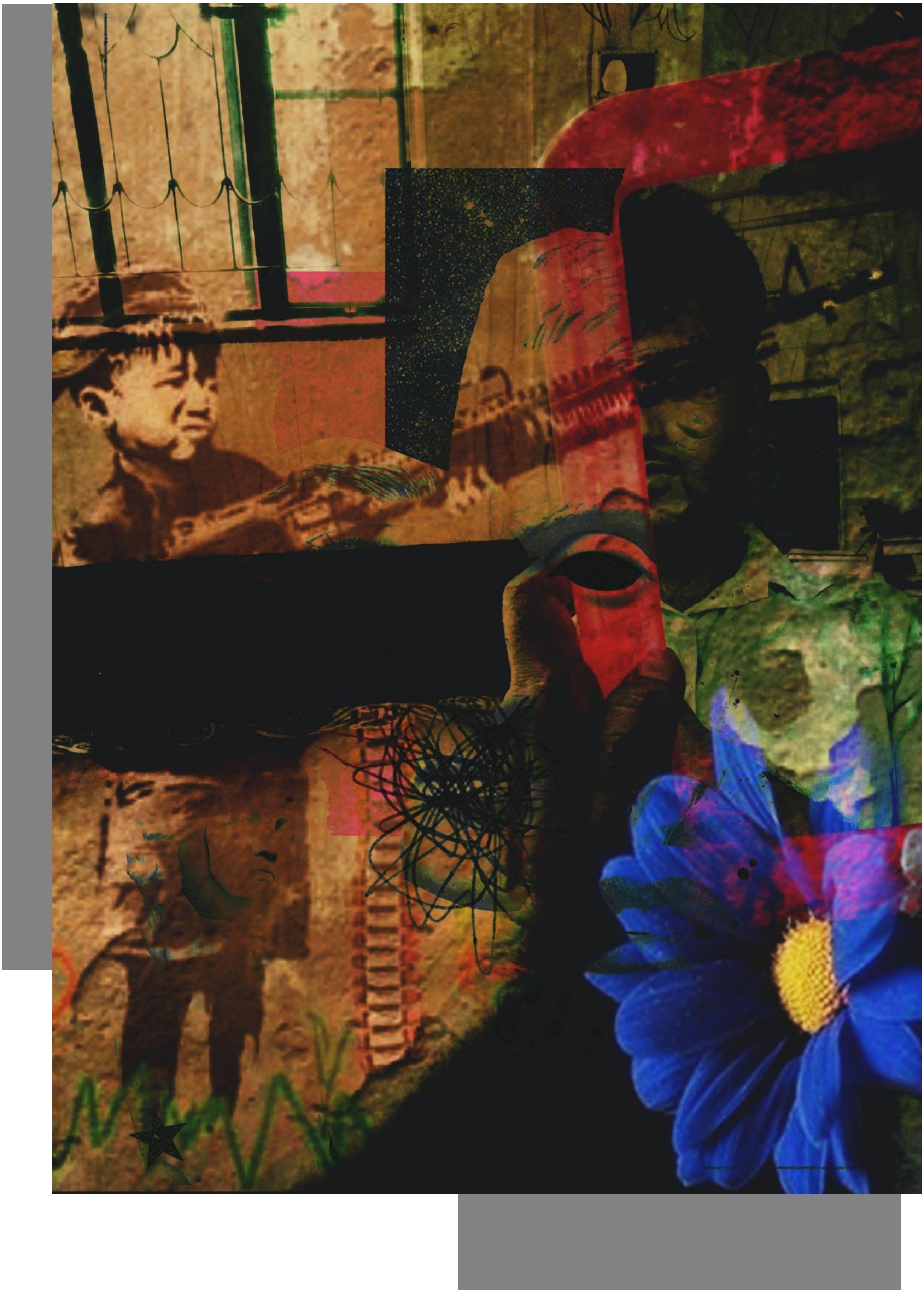

pervert Nihilist
ESSENTIAL
বাংচোদা



অনিরুদ্ধ সাঁপুই

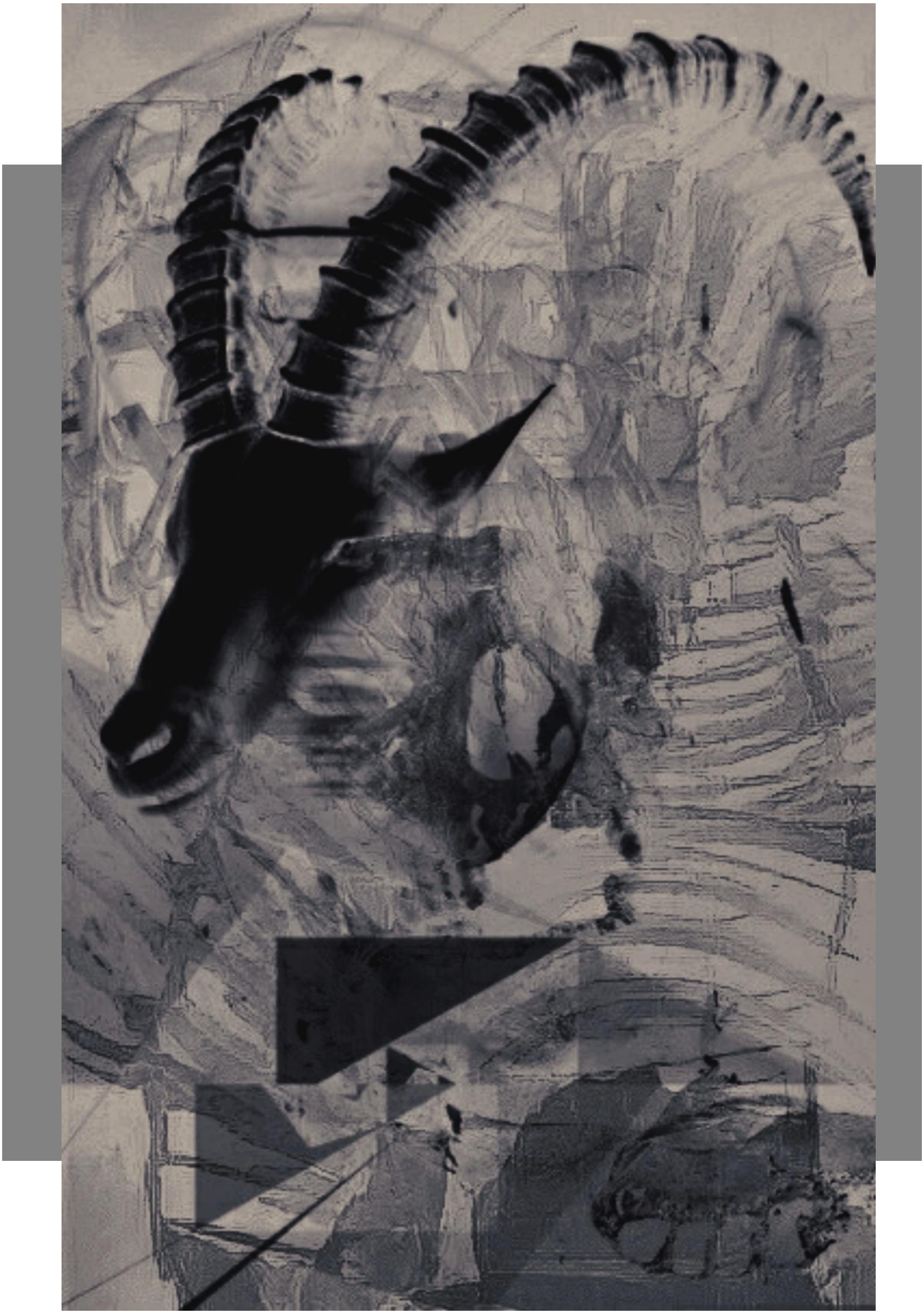






সুপ্রিয় বসু





GIGA email: gigabulletin@gmail.com
GIGA number: +917003115027 +916290213974
GIGA facebook: https://www.facebook.com/giga109/

